GK Magic

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক)

✔ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি পরিক্ষা ✔ বিসিএস, প্রাইমারি, ব্যাংক পরীক্ষা ✔ যেকোনো প্রতিযোগীতামূলক পরিক্ষা

রচনা ও সম্পাদনায়

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা : Nahid24

প্রকাশনায়

Nahid24 Publications
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সদস্য, নীলফামারী (রেজি নং : ১১২৪৬)

রচনা সহযোগিতায়

জান্নাতি জিনিয়া
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল

১ম সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২১
৪র্থ সংস্করণ : ২০২৪

অন্যান্য তথ্য

গ্রন্থস্বত্ব : মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না

'GK Magic' বইটির ISBN : **978-984-95269-0-2**

Copyright: CRL - 25849

উৎসর্গ	: পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা কে; যারা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
প্রচ্ছদ ও অলংকার	: নাহিদ হাসান
বর্ণবিন্যাস	: নাহিদ হাসান ও জান্নাতি জিনিয়া
বানান সতর্কতায়	: মো: বোরহান উদ্দীন রায়হান (ঢাবি, ইতিহাস)
মূল্য	: ৪০০.০০ টাকা (Fixed Price) **(Fixed Price -এ বই কিনুন)**

এই বইয়ের লভ্যাংশের ৫% দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের জন্য দান করা হবে।

যে কোনো প্রয়োজনে ঃ

Website : www.nahid24.com
Mobile : 01787943429, 01842754184
Facebook Page : Nahid24 Publications
Youtube Channel : Nahid24

লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কেউ কপি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবধান! কপিরাইট আইন, ২০০০ অনুযায়ী - কোনো ব্যক্তি যদি বেআইনি ভাবে এই বইটির কোনো অংশ নকল, পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ বা কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতরণ করে তাহলে সেই ব্যক্তির ৪ বৎসর কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা দণ্ডনীয় বা অর্থদণ্ড হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

Date of Publication
0 0 0 0 2 0 2 1
Copyright Registration No.
CRL-25849

Date of Registration
0 1 0 2 2 0 2 2
Validity of Registration
Life + 60 years

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

Bangladesh Copyright Office

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ

Certificate of Copyright Registration

সৃজনশীল মেধা কর্মের শিরোনাম

Title of Creative Intellectual Work

GK Magic (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক)

সৃজনশীল কর্মের প্রণেতা (প্রণেতার ধরণ ও অনুপাত)

Author of the Creative Work (Type of Author & Proportion)

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না (রচয়িতা)

সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকারী (স্বত্বের অনুপাত)

Owner of the Creative Work (Proportion)

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না

স্বত্ব প্রাপ্তির মাধ্যম **Mode of Ownership Gain**	সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্র **Field of the Creative Work**
রচয়িতা	সাহিত্য কর্ম (শিক্ষা সহায়িকা)

The Registrar of Copyrights, Bangladesh Copyright Office is honored to issue this Intellectual Property Right Certificate under the Bangladesh Copyright Act.

Registrar of Copyrights
www.copyrightoffice.gov.bd

কেন GK Magic বইটি পড়বেন ?

01

GK Magic
মানসম্পন্ন মানচিত্র
এই বইয়ে যত মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে সব আমরা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে তৈরি করেছি। তাই কোনো রকম সমস্যা ছাড়া মানচিত্র দেখে দেখে পড়তে পারবেন।

02

GK Magic
প্রতিটি টপিকে প্রচুর ছবির ব্যবহার
কোনো কিছু পড়ার পাশাপাশি সেই বিষয়ক ছবি দেখে আরো সহজে বুঝতে পারা যায়। এজন্য GK Magic বইয়ে দেখবেন প্রতিটি টপিকের সাথে প্রচুর ছবির ব্যবহার রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনাকে আরও মজাদার করে তুলবে।

03

GK Magic
নির্ভুল তথ্য
সাধারণ জ্ঞানের অনেক প্রশ্ন নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। আসলে কোন উত্তরটি সঠিক, কেন সঠিক এর ব্যাখ্যা, রেফারেন্স দিয়ে এই বইটিকে আমরা ১০০% নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি।

04

GK Magic
বিগত বছরে শককরা ৯০ ভাগ কমনের রেকর্ড
এই বইটি থেকে বিগত বছরে প্রতিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ৯০% এর বেশি কমন এসেছে। প্রমাণ দেখতে চাইলে Nahid24.com ভিজিট করে GK Magic বইয়ের উপরে ক্লিক করে দেখুন।

05

GK Magic
প্রতিটি টপিকের ভিডিও ক্লাস
অনেক শিক্ষার্থী শুধু বই পড়ে বিষয়টি বুঝতে পারে না। তাদের জন্য GK Magic বইয়ের লেখক নাহিদ স্যার Nahid24 ইউটিউব চ্যানেলে সাধারণ জ্ঞান (GK Magic) নামে Playlist এ নিয়মিত ভিডিও আপলোড করে যাচ্ছেন।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ তাআলার নিকট। বর্তমান এই প্রতিযোগিতার যুগে প্রতিযোগিতামূলক যেকোনো পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান যেন এক আবশ্যিক বিষয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা চাকুরির পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান যেন এক অসাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার। বাজারের হাজার হাজার পৃষ্ঠার বইগুলো দেখে সাধারণ জ্ঞানের মত মজার একটি বিষয় শিক্ষার্থীদরে কাছে এখন একটি বিরক্তিকর বিষয়। সাধারণ জ্ঞান নামক এই কঠিন বিষয়টি ছবি, ছন্দ এবং কৌশলের মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এই বই লেখা।

প্রতিযোগিতামূলক যেকোনো পরীক্ষায় প্রচুর পড়াশুনা করতে হয় এ কথা যেমন সত্যি, প্রচুর পড়াশুনা করেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফল লাভ করতে পারেনা এই কথাও তেমনি সত্যি। এর প্রধান কারণ হলো 'শিক্ষার্থীরা প্রচুর পড়াশুনা করলেও অপ্রয়োজনীয় পড়ালেখাই বেশি করে থাকে।' **GK Magic** বইটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই সাধারণ জ্ঞান সিলেবাস শেষ করতে পারবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করবে বলে আমি মনে করি।

বইটিতে অপ্রয়োজনীয় কোনো টপিক দেওয়া হয়নি, তাই এই বইয়ের কোনো অংশ বাদ দিয়ে পড়া উচিত হবে না। **GK Magic** বইটিতে অনেক কঠিন বিষয় ছন্দের মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে যা সকল শিক্ষার্থীকে সহজে মনে রাখতে সাহায্য করবে।

একটি ছবি হাজার শব্দের সমান। তাই কঠিন বিষয়সমূহ ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মানচিত্র আমরা নিজের হাতে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে তৈরি করেছি, তাই মানচিত্র দেখতে পারবেন ১০০% কোয়ালিটি সম্পন্ন, যা পড়াশুনাকে মজাদার করতে বেশ সহায়ক হবে। এছাড়া বইটিতে রয়েছে এবছরের গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ যা পরীক্ষায় কমন আসার মত। এ বইটি পড়ে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে তবেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি মনে করি। যেহেতু একমাত্র আল-কুরআন ছাড়া কোন গ্রন্থই নির্ভুল নয় ,আর মানুষ ও ভুলের উর্ধ্বে নয় তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Nahid Hasan Munna
@nahidwriter

Nahid Hasan Munna
@nahidwriter

+88 01787943429
+88 01842754184

nahid24publications@gmail.com
www.nahidhasanmunna.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	Page
বাংলাদেশ ও বিশ্বের সাম্প্রতিক চলমান ঘটনাপ্রবাহ	০১-১৬
বাংলাদেশ পরিচিতি	
বাংলাদেশের মানচিত্র	১৭
বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	১৮
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান	১৯
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য ও জেলা	২০-২২
বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ও সীমান্ত দৈর্ঘ্য	২২-২৪
ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য	২৪-২৫
বিভিন্ন জেলার পূর্বনাম, ভৌগোলিক উপনাম	২৬-২৭
বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি	২৭
ছিটমহল, তিনবিঘা করিডোর	২৮-২৯
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, পবর্তশৃঙ্গ, পাহাড়	২৯-৩১
নদ-নদী	
পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদ ও যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী	৩২-৩৪
নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল, মিলিত স্থান, পূর্বনাম	৩৪-৩৫
নদীর তীরবর্তী শহর, নদীকে ঘিরে বিভিন্ন তথ্য	৩৫-৩৭
বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	
বাংলাদেশের জলপ্রপাত, ঝর্ণা, উপত্যকা, চর	৩৭-৩৮
বাংলাদেশের দ্বীপ, ব-দ্বীপ, সমুদ্রসৈকত	৩৯-৪৩
বাংলাদেশের বিল, হাওর, লেক	৪৩-৪৪
বাংলাদেশের সম্পদ	
কৃষি সম্পদ– পাট, ধান, চা ও অন্যান্য	৪৫-৪৯
বনজ সম্পদ	৪৯-৫৪
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	৫৪-৫৬
খনিজ সম্পদ	৫৬-৫৮
শক্তি সম্পদ	৫৮-৫৯
শিল্প সম্পদ–	৫৯-৬৩
বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু	
আবহাওয়া ও জলবায়ু	৬৪
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেচ প্রকল্প	৬৫
ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, আর্সেনিক দূষণ	৬৫-৬৭

যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা	Page
সড়ক পথ	৬৮
পদ্মা বহুমুখী সেতু, বঙ্গবন্ধু সেতু ও অন্যান্য সেতু	৬৮-৭০
বাংলাদেশের ফ্লাইওভার	৭০
নৌ-পথ	৭০-৭১
বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর	৭১-৭২
আকাশ পথ	৭৩-৭৪
রেলপথ, মেরিন ড্রাইভ	৭৪-৭৫
বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট	৭৫-৭৬
ডাক ও যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ	৭৬-৭৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭৮-৭৯
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	
উপজাতি– চাকমা, গারো, সাঁওতাল, অন্যান্য	৭৯-৮১
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	৮১
উপজাতিদের ধর্ম, উৎসব, বসবাস	৮১-৮৩
সাঁওতাল বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, শান্তি চুক্তি	৮৪-৮৫
বাংলার ইতিহাস	
বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ	৮৬
বাংলার ইতিহাস	৮৭
বাংলায় ভ্রমণকারী উল্লেখযোগ্য পর্যটক	৮৭-৮৮
প্রাচীন বাংলার জনপদ	৮৮-৯০
প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস	
আলেকজান্ডার	৯০
মৌর্য সাম্রাজ্য	৯০-৯১
গুপ্ত সাম্রাজ্য	৯১
স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় সাম্রাজ্য, পুষ্যভূতি রাজ্য	৯১-৯২
পাল বংশ	৯২
সেন বংশ	৯২-৯৩
উপমহাদেশে মুসলিম শাসন	
উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব	৯৪
দিল্লি সালতানাত	৯৪-৯৬

সূচিপত্র

বাংলাদেশ

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন	৯৬-৯৮
পানিপথের যুদ্ধ ও মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা	৯৮-১০৩
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	১০৩
বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাস	১০৩-১০৪
বাংলায় সুবাদারি শাসন	১০৪-১০৫
বাংলায় নবাবি শাসন	১০৫-১০৭
ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা	
ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন	১০৭-১০৯
উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন	১১০-১১৪
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন	১১৪
ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন, চাকমা বিদ্রোহ	১১৪-১১৫
তিতুমীরের আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন	১১৫
নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ	১১৫
উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	১১৬-১১৭
সিপাহী বিদ্রোহ	১১৭-১১৮
আলীগড় আন্দোলন	১১৮-১১৯
ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা	১১৯
স্বদেশী আন্দোলন, বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন	১২০
খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন	১২১-১২২
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন	১২২
কৃষক প্রজা পার্টি	১২২-১২৩
এ.কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা, লাহোর প্রস্তাব	১২৩
ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন	১২৩-১২৪
পঞ্চাশের মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলন, মন্ত্রী মিশন	১২৪-১২৫
পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ	
আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা	১২৭
ভাষা আন্দোলন	১২৮-১৩০
ভাষা শহিদ, শহিদ মিনার	১৩০-১৩১
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম	১৩১-১৩২
ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গান, বাংলা একাডেমি	১৩২-১৩৪
১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন	১৩৫
পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র	১৩৫-১৩৬
কাগমারী সম্মেলন, সামরিক শাসন জারি	১৩৬-১৩৭
শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা কর্মসূচি	১৩৭-১৩৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান	১৩৯-১৪২
১৯৭০ সালের নির্বাচন	১৪২
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়	
অসহযোগ আন্দোলন	১৪২
একনজরে মার্চ ১৯৭১, ৭ মার্চের ভাষণ	১৪৩-১৪৪
অপারেশন সার্চ লাইট, স্বাধীনতার ঘোষণা	১৪৫-১৪৬
মুজিবনগর সরকার গঠন ও তার কার্যাবলী	১৪৬-১৪৮
মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	১৪৮-১৪৯
মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারগণ	১৪৯-১৫১
মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন	১৫১
মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী	১৫২
মুক্তযুদ্ধে সম্মনসূচক উপাধি	১৫২-১৫৪
বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি	১৫৪-১৫৬
মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা	১৫৬
মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান	১৫৬-১৫৭
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ	১৫৭-১৫৯
মুক্তিযুদ্ধে চীন-মার্কিন বিরোধিতা	১৫৯
মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বর্পূণ ব্যক্তিবর্গ	১৫৯
মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংগঠন	১৫৯-১৬০
৭১' এ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমন	১৬০
৭১' এর শহীদ বুদ্ধিজীবিগণ	১৬১
চুড়ান্ত বিজয়, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	১৬২-১৬৩
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৬৩-১৬৫
মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গান, চলচ্চিত্র, উপন্যাস, গ্রন্থ	১৬৬-১৬৯
মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য	১৬৯-১৭২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭২-১৭৪
প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাকীর্তি ও পর্যটন কেন্দ্র	
উয়ারি-বটেশ্বর, পুণ্ড্রনগর- মহাস্থানগড়, সোনারগাঁও	১৭৫
লালবাগ কেল্লা, হোসেনি দালান, বড়কুঠি	১৭৬
উত্তরা গণভবন, কমনওয়েলথ সমাধি	১৭৭
তিন নেতার মাজার, আহসান মঞ্জিল	১৭৭
বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, তাজহাট রাজবাড়ি	১৭৭-১৭৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বিহারসমূহ- ময়নামতি, সোমপুর বিহার	১৭৮-১৭৯
পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বিক্রমপুরি বৌদ্ধ বিহার	১৭৯-১৮০
মসজিদ	১৮১-১৮৩
মন্দির	১৮৩
শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	
বঙ্গাব্দ	১৮৪
সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, লোক সঙ্গীত শিল্পী	১৮৪-১৮৭
ঐতিহ্যবাহী গান ও নৃত্য	১৮৭-১৮৮
বাদ্যযন্ত্র, নাটক, চিত্রকলা, লোকশিল্প, ভাস্কর্য	১৮৯-১৯৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯৪
জাদুঘর, বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	১৯৪-১৯৭
বাংলাদেশের সংবিধান	
একনজরে বাংলাদেশের সংবিধান	১৯৭
প্রস্তাবনা, সংবিধানের মোট ভার, বিষয়, অনুচ্ছেদ	১৯৮-১৯৯
বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ	১৯৯-২১০
তফসিল, সংশোধনী	২১০-২১১
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক পদসমূহ	২১১
শপথ গ্রহণ, সংবিধান অনুযায়ী বয়সসীমা	২১১-২১৪
আইন বিভাগ	
জাতীয় সংসদ	২১৪-২১৫
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২১৫-২১৬
জাতীয় সংসদ ভবন	২১৭-২১৮
শাসন (নির্বাহী) বিভাগ	
শাসন বিভাগ গঠন	২১৮
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২১৮-২২১
মন্ত্রিপরিষদ	২২১
বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা	২২২
জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়	২২২-২২১
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	২২৫-২২৬
সুশাসন, সুশীল সমাজ	২২৬-২২৭
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	
স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৮-২২৯
পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২২৯-২৩০

বিচার বিভাগ	Page
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ	২৩০-২৩১
ফৌজদারি আদালত, দেওয়ানি আদালত	২৩১
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ	২৩২
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন	২৩২
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশন	২৩২
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, দণ্ডবিধি, ১৮৬০	২৩২-২৩৩
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ও অন্যান্য আইন	২৩৩-২৩৪
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমা	
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, অস্থায়ী সংবিধান প্রবর্তন	২৩৪-২৩৫
১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড, ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড	২৩৫
জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামল	২৩৫-২৩৬
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামল	২৩৬
স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন	২৩৬
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ওয়ান ইলেভেন	২৩৭
বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক	
বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক	২৩৮-২৩৯
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক	২৪০
যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক	২৪১
বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক	২৪১
বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক	২৪২
মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক	২৪২-২৪৩
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	২৪৩
ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশ	২৪৩
অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল	২৪৩-২৪৪
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই)	২৪৪-২৪৫
এশিয়ান হাইওয়েতে বাংলাদেশ রুট	২৪৬
বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি	
জাতীয় প্রতিক, জাতীয় পতাকা, রাষ্টীয় মনোগ্রাম	২৪৬-২৪৭
জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত, ক্রীড়া সংগীত	২৪৭
জাতীয় ফুল, জাতীয় দিবস	২৪৮-২৪৯
বাংলাদেশের অথনীতি	
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় আয়	২৪৯-২৫০

সূচিপত্র

বাংলাদেশ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও দারিদ্র্য বিমোচন	২৫০
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২৫১
আদমশুমারি এখন জনশুমারি	২৫১-২৫২
অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিমা	২৫২-২৫৪
ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা পরিচিতি, তফসিলি ব্যাংক	২৫৪-২৫৬
অ-তফসিলি ব্যাংক	২৫৬-২৫৮
বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ	২৫৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পুঁজিবাজার স্টক এক্সচেঞ্জ	২৫৮-২৬০
বাংলাদেশের গণমাধ্যম	
তথ্য মন্ত্রণালয়	২৬০
টেলিভিশন, একনজরে বাংলাদেশ বেতার	২৬০-২৬১
চলচ্চিত্র শিল্প	২৬১-২৬৪
সংবাদপত্র	২৬৪-২৬৫
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা	
হান্টার কমিশন, শিক্ষা কমিশন	২৬৫-২৬৬
শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৭-২৬৯
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৯
এমেরিটাস অধ্যাপক, জাতীয় অধ্যাপক	২৬৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭০-২৭২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়	২৭২-২৭৪
বিবিধ বিষয়াবলি	
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	২৭৪-২৭৫
বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, রাজধানী ঢাকা	২৭৫-২৭৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম	২৭৬-২৭৮
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা	
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২৭৮-২৭৯
বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা	২৭৯-২৮০
টিকাদান কর্মসূচি	২৮০
নারী ও শিশু	
শিশু আইন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	২৮১
নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু বিষয়ক আইন	২৮১
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের প্রথম নারী	২৮১-২৮৩
বাংলাদেশের পুরস্কার	২৮৩
বাংলাদেশের খেলাধুলা	
যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৮৩-২৮৪
ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, দাবা, সাঁতার	২৮৪-২৮৬
আন্তর্জাতিক ক্রিড়াঙ্গনে বাংলাদেশ	২৮৬-২৮৮
শব্দ সংক্ষেপ	২৮৮-২৮৯

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

মহাদেশ পরিচিতি	
একনজরে মহাদেশ, বিশ্বের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম দেশ	২৯১
আন্তমহাদেশীয় রাষ্ট্র ও নগরী	২৯১
ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে মহাদেশ	২৯২
এশিয়া মহাদেশ	
দক্ষিণ এশিয়া– ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান	২৯৩-২৯৬
শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ	২৯৭-২৯৮
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া– থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া	২৯৮-২৯৯
ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার	২৯৯-৩০০
ইন্দোচীন,	৩০১
দূরপ্রাচ্য – জাপান, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া	৩০১-৩০৪
মধ্য এশিয়া	৩০৪
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া	৩০৪-৩০৫
ইউরোপ মহাদেশ	
উত্তর ইউরোপ- স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ	৩০৬-৩০৭
পূর্ব ইউরোপ– সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩০৭
রাশিয়া– ক্রিমিয়া যুদ্ধ, রুশ বিপ্লব	৩০৮-৩০৯
ভ্লামিদির ইলিচ লেনিন, মিখাইল গর্বাচেভ	৩১০
পশ্চিম ইউরোপ– ফ্রান্স, ফরাসি বিপ্লব	৩১০-৩১১
জ্যাঁ জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার, নেপোলিয়ান	৩১২-৩১৩
যুক্তরাজ্য	৩১৩-৩১৪
দক্ষিণ ইউরোপ– ইতালি	৩১৫
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ– বলকান উপদ্বীপ	৩১৬
মধ্য ইউরোপ– জার্মানি, এডলফ হিটলার	৩১৬-৩১৭
অটোভন বিসমার্ক, সুইজারল্যান্ড	৩১৭
ট্রান্স ককেশিয়ান অঞ্চল	৩১৭

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক

আফ্রিকা মহাদেশ	Page
উত্তর আফ্রিকা	৩১৮-৩১৯
দক্ষিণ আফ্রিকা– দক্ষিণ আফ্রিকা, নেলসন মেন্ডেলা	৩১৯-৩২০
পূর্ব আফ্রিকা	৩২১
উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা	৩২১
মধ্য আফ্রিকা	৩২২
পশ্চিম আফ্রিকা	৩২২
উত্তর আমেরিকা	
ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল	৩২৩-৩২৪
মধ্য আমেরিকা	৩২৪
উত্তর আমেরিকা– কানাডা, মেক্সিকো	৩২৪-৩২৫
যুক্তরাষ্ট্র, স্ট্যাচু অব লির্বাটি	৩২৫
যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য, নির্বাচন ও সরকার ব্যবস্থা	৩২৫-৩২৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট	৩২৬-৩২৯
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	৩২৯-৩৩০
ওশেনিয়া মহাদেশ	
মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া	৩৩১-৩৩২
অস্ট্রেলিয়া	৩৩২
এন্টার্কটিকা মহাদেশ	৩৩২-৩৩৩
একনজরে সকল সকল দেশের বিবিধ	
দেশ ও রাজধানী একই এমন দেশ	৩৩৩
উল্লেখযোগ্য দেশের মুদ্রা	৩৩৩-৩৩৬
পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চল	৩৩৬-৩৩৭
বিভিন্ন দেশের ভাষা ও আইনসভা	৩৩৭-৩৪০
বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতিক	৩৪০-৩৪২
দেশের পূর্বনাম ও বর্তমান নাম	৩৪২
স্থানের পূর্বনাম ও বর্তমান নাম	৩৪২-৩৪৩
ভৌগোলিক উপনাম	
পৃথিবী, দেশ, শহর, দ্বার, দ্বীপ/মুক্তা	৩৪৩-৩৪৪
ইউরোপ/ভেনিস, অন্যান্য	৩৪৪
ভৌগোলিক বৈচিত্র	
মহাসাগর	৩৪৫-৩৪৬
পর্বত, পর্বতশ্রেণি, মাউন্ট এভারেস্ট, পর্বতশৃঙ্গ	৩৪৬-৩৪৮
গিরিপথ, উপত্যকা, সমভূমি	৩৪৮
মরুভূমি	৩৪৮-৩৫০
স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র	৩৫০-৩৫১
মহাদেশভিত্তিক সমুদ্রবন্দর	৩৫১-৩৫২
সাগরতীরর্তী রাষ্ট্র	৩৫৩-৩৫৫
দ্বীপ ও উপদ্বীপ, কৃত্রিম দ্বীপ, দ্বীপ রাষ্ট্র	৩৫৬-৩৫৮
হ্রদ	৩৫৮-৩৫৯
জলপ্রপাত	৩৫৯
অন্তরীপ	৩৫৯-৩৬০
খাল– পানামা খাল, সুয়েজ খাল, অন্যান্য খাল	৩৬০-৩৬১
নদ–নদী	৩৬২-৩৬৫
প্রণালি	৩৬৫-৩৬৮
বিখ্যাত লাইন/সীমারেখা	৩৬৮-৩৬৯
মানব সমাজের বিবর্তন	
প্রস্তর যুগ	৩৬৯-৩৭০
ব্রোঞ্জ যুগ	৩৭০
লোহার যুগ	৩৭০
বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা	
মেসোপটেমীয় সভ্যতা	৩৭০
সুমেরীয় সভ্যতা	৩৭১
ব্যবিলনীয় সভ্যতা	৩৭১
অ্যাসেরীয় সভ্যতা	৩৭১
ক্যালেডীয় সভ্যতা	৩৭২
মিশরীয় সভ্যতা	৩৭২
সিন্ধু সভ্যতা	৩৭৩
হিব্রু সভ্যতা, প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা	৩৭৩-৩৭৪
ফিনিশীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, রোমান সভ্যতা	৩৭৪-৩৭৫
গ্রিক সভ্যতা– সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল	৩৭৫-৩৭৮
মধ্য যুগ	
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য	৩৭৮
রাশিদুন খিলাফত	৩৭৯
উমাইয়া খিলাফত	৩৭৯-৩৮০

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক

আব্বাসীয় খিলাফত	৩৮০
মঙ্গোল সাম্রাজ্য, ধর্মযুদ্ধ	৩৮০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ– প্রেক্ষাপট	৩৮১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল	৩৮১
পিসি ডিক্রি, বেলফোর ঘোষণা, চৌদ্দ দফা	৩৮১-৩৮২
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি, জাতিপুঞ্জ, সেভ্রাস চুক্তি	৩৮২-৩৮৩
লৌকর্ন চুক্তি, প্যারিস প্যাক্ট, মহামন্দা, নয়া নীতি	৩৮৩-৩৮৪
যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পতন	৩৮৪-৩৮৫
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ– প্রেক্ষাপট	৩৮৫-৩৮৬
একনজরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৩৮৬-৩৮৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপাধি	৩৮৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত অপারেশন	৩৮৮
যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়া– কলোকাস্ট, কাতিন গণহত্যা	৩৮৮-৩৮৯
ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল	৩৮৯
এডলফ হিটলার	৩৮৯
জেনেভা কনভেনশন	৩৮৯-৩৯০
স্মৃতিচারণ	৩৯০
জাতিসংঘ গঠনের ইতিহাস	
জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন	৩৯০-৩৯১
জাতিসংঘ– প্রতিষ্ঠা, সদস্য, সদর দপ্তর	৩৯২
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯২
জাতিসংঘের পতাকা ও প্রতীক, জাতিসংঘ ভবন	৩৯৩
জাতিসংঘে বাংলাদেশ	৩৯৩-৩৯৪
জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংগঠন–	৩৯৪
সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ	৩৯৫
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ	৩৯৫-৩৯৬
সচিবালয়, জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ	৩৯৬-৩৯৭
অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত	৩৯৭-৩৯৯
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন	
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা	৪০০
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, স্বল্পোন্নত দেশ	৪০০-৪০১

জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা	Page
FAO, WHO, ILO, UNESCO	৪০২
UNICEF, UNDP, IMF, World Bank	৪০২-৪০৫
WTO	৪০৫
মানবাধিকার	৪০৬
International Bill of Human Rights	৪০৬
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন	৪০৬
জাতিসংঘ ও নারী– CEDAW, UNIFEM	৪০৬
UN Women, UNCRC	৪০৬-৪০৭
আন্তর্জাতিক আদালত– স্থায়ী সালিশি আদালত	৪০৭
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত	৪০৭
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম	৪০৮
রাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত কনভেনশন	৪০৮
NPT, CTBT, JCPOA, START-2	৪০৮-৪০৯
মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাত	
প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ	৪১০
দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ	৪১০-৪১১
তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ	৪১১
চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ	৪১১
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	৪১১
মিশর-ইসরায়েল শান্তি চুক্তি	৪১১
অসলো চুক্তি, উই রিভার চুক্তি	৪১১-৪১২
পারস্য উপসাগরীয় সংঘাত	
ইরাক-ইরান যুদ্ধ	৪১২
প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ	৪১২
আরব বসন্ত	৪১২-৪১৩
স্নায়ু যুদ্ধ	৪১৩
লৌহ পদা, উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা	৪১৩
ওয়ারশ প্যাক্ট	৪১৩-৪১৪
স্নায়ুযুদ্ধকালীন সংকট– কোরীয় যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ	৪১৪-৪১৫
কিউবা যুদ্ধ, গ্রানাডায় মার্কিন আগ্রাসন, নক্ষত্র যুদ্ধ	৪১৫-৪১৬
দাঁতাত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ভেলভেট যুদ্ধ	৪১৬-৪১৭
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি	৪১৭

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক

চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব	৪১৭-৪১৮
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ	৪১৮-৪২০
বিতর্কিত সীমানা/ভূমি/ দ্বীপ	
জম্মু-কাশ্মীর– তাসখন্দ চুক্তি	৪২১
ডোকলাম উপত্যকা, কালাপানি, ক্রিমিয়া	৪২১-৪২২
আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান সংঘাত	৪২২
বিরোধপূর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চল	৪২২
চীন-ভারত যুদ্ধ	৪২২-৪২৩
নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	৪২৩-৪২৫
গেরিলা ও বিপ্লবী সংগঠন	৪২৫-৪২৭
সামরিক শক্তি	
গোয়েন্দা সংস্থা	৪২৭-৪২৮
ইন্টারপোল, সশস্ত্র বাহিনী	৪২৮-৪২৯
দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব	৪২৯
সামরিক স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি	৪২৯
পারমাণবিক অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান	৪৩০
আন্তর্জাতিক ও পরিবেশগত ইস্যু	
রাষ্ট্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রের উপাদান	৪৩১
রাষ্ট্রের কার্যাবলি, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ	৩৩২
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, বাফার রাষ্ট্র, নগর রাষ্ট্র	৪৩২
জাতি, নাগরিকত্ব, নাগরিক অধিকার	৪৩৩
নাগরিকের কর্তব্য, কূটনৈতিক পরিভাষা	৪৩৩
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৪৩৪
সরকার ব্যবস্থা	
সরকারের শ্রেণিবিভাগ	৪৩৪-৪৩৬
ভোটাধিকার ও নির্বাচন	৪৩৬
প্রথম নারী ভোটাধিকার, রাজতন্ত্র,	৪৩৬-৪৩৭
সরকারি বাসভবন, প্রথম নারী ব্যক্তিত্ব	৪৩৭-৪৩৮
আইন	
আইন, আইনের উৎস, আইনের প্রকারভেদ	৪৩৯
সংবিধান	৪৪০
আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান	
আঞ্চলিক সংস্থা– কমনওয়েলথ,	৪৪০-৪৪১
ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা, ASEAN, SAARC	৪৪১-৪৪৩
আরব লীগ, CIRDAP, AU, OAS, GCC, EU	৪৪৩-৪৪৬
অর্থনৈতিক সংগঠন– APEC, OPEC, ADB	৪৪৬-৪৪৭
BIMSTEC, BRICS, NDB, D-8, G-7	৪৪৭-৪৪৮
G-20, G-77, BCIM, BENELUX	৪৪৮-৪৪৯
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জোট	৪৫০
USMCA, COMESA, EFTA, MERCOSUR	৪৫০
সামরিক জোট– NATO, NAM	৪৫০-৪৫১
ANZUS, SEATO	৪৫১
আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	৫৫২
রেডক্রস, স্কাউট আন্দোলন, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল	৪৫২
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৪৫২-৪৫৩
মানবাধিকার সংস্থা	৪৫৩
পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা	৪৫৩
IUCN, Greenpeace, WWF	৪৫৩
Worldwatch Institute, WRI, E-8	৪৫৪
একনজরে সদর দপ্তর	৪৫৪-৪৫৬
পরিবেশগত ইস্যু	
ওজোন স্তর অবক্ষয়	৪৫৬
গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	৪৫৬
গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাব	৪৫৭
আমাজন বন, ম্যানগ্রোভ বন, বৈশ্বিক জলবায়ু	৪৫৭-৪৫৮
পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন, চুক্তি ও সনদ	৪৫৮
রামসার কনভেনশন, ভিয়েনা কনভেনশন	৪৫৮
মন্ট্রিল প্রটোকল, কিয়াটো প্রটোকল	৪৫৮-৪৫৯
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি	৪৫৯
বাসেল কনভেনশন, ধরিত্রী সম্মেলন	৪৫৯
কার্টাগোনা প্রটোকল, V20, COP	৪৫৯-৪৬১
পরিবেশ সংক্রান্ত দিবস	৪৬২
গণমাধ্যম	
গণমাধ্যমের ধরণ	৪৬২
মুদ্রণ মাধ্যম– সংবাদ সংস্থা	৪৫৬
ইলেকট্রনিক মাধ্যম– BBC, CNN	৪৬৩
আল জাজিরা, আল হুররা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব	৪৬৪

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক

যোগাযোগ ব্যবস্থা	Page
বিমানবন্দর, বিমানসংস্থা	৪৬৫-৪৬৬
টানেল, সেতু, রেলপথ, বিভিন্ন দিবস	৪৬৬-৪৬৭
অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ	
অর্থনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৪৬৭-৪৬৮
অর্থনীতিবিদ	৪৬৮
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক	৪৬৯-৪৭০
পুঁজিবাজার, সুনীল অর্থনীতি	৪৭০-৪৭১
শিল্প ও সম্পদ	
IRRI	৪৭১
খনিজ সম্পদ, শিল্প সম্পদ, শিল্পপ্রধান দেশ	৪৭১-৪৭২
শিল্প নগরী, মোটরগাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	৪৭২
সংস্কৃতি ও শিল্পকলা	
হিজরি বর্ষপঞ্জি, গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি	৪৭২-৪৭৩
শিল্পকলা	৪৭৩
দার্শনিক	৪৭৩-৪৭৪
সাহিত্যিক	৪৭৪-৪৭৫
বিখ্যাত গ্রন্থ	৪৭৫-৪৭৬
আরবি সাহিত্য	৪৭৬-৪৭৭
গ্রন্থাগার ও জাদুঘর, স্থাপত্য	৪৭৮
বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	৪৭৯
শিক্ষা	৪৭৯-৪৮০
চিত্রশিল্প	৪৮০-৪৮৩
দৃশকলা, কারু ও লোকশিল্প, গুহাশিল্প	৪৮৩-৪৮৪
নাটক	৪৮৪
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম	
ধর্ম	৪৮৪
মুসলিম রাষ্ট্র	৪৮৪
ইসলাম ধর্ম	৪৮৫-৪৮৬
হিন্দু ধর্ম	৪৮৬
বৌদ্ধধর্ম	৪৮৬
খ্রিষ্টধর্ম	৪৮৭
ইহুদি ধর্ম, জৈন ধর্ম	৪৮৭

বিভিন্ন বিষয়	
দুর্নীতি	৪৮৮
বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উক্তি	৪৮৮-৪৯০
রাজনৈতিক দল	৪৯০
পৌরনীতি ও সুশাসন	৪৯০-৪৯১
বিখ্যাত স্থান	৪৯১
বিশ্বের বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, উচ্চতম, দীর্ঘতম	৪৯২
পুরস্কার	
নোবেল পুরস্কার	৪৯২-৪৯৬
বুকার পুরস্কার, শাখারভ পুরস্কার	৪৯৬
ম্যাগসেসে পুরস্কার	৪৯৬
অস্কার পুরস্কার, পুলিৎজার পুরস্কার	৪৯৭
আগা খান পুরস্কার	৪৯৭
চলচ্চিত্র পুরস্কার	৪৯৭-৪৯৯
খেলাধুলা	
অলিম্পিক গেমস	৪৯৯-৫০০
ক্রিকেট	৫০০-৫০২
ফুটবল	৫০২-৫০৪
বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, টেনিস	৫০৪-৫০৫
কাবাডি, দাবা, হকি, বক্সিং, সাঁতার, অন্যান্য	৫০৫-৫০৮
বিভিন্ন প্রযুক্তির জনক, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	৫০৮-৫১০
আবিষ্কার ও আবিষ্কারক, পরিমাপক যন্ত্র	৫১০-৫১২
বহুমুখী বিজ্ঞানের প্রয়োগ, ফলের বিভিন্ন এসিড	৫১২-৫১৪
বিভিন্ন বিষয়ের জনক, তত্ত্বের প্রবক্তা	৫১৪-৫১৫
প্রাণিজগৎ	৫১৫-৫১৬
মহাবিশ্ব	
মহাবিশ্ব, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি	৫১৬
ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু	৫১৬-৫১৭
জ্যোতির্বিজ্ঞান	৫১৭
মহাজাগতিক রশ্মি	৫১৭-৫১৮
সৌরজগৎ	৫১৮-৫১৯
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, মহাকাশ অভিযান	৫১৯-৫২১
শব্দ সংক্ষেপ	৫২১--৫২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বের সাম্প্রতিক চলমান ঘটনাপ্রবাহ

➢ একনজরে বাজেট ২০২৩-২৪:

- ➢ এটি দেশের ৫২তম, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের ২৪তম ও আ হ ম মুস্তফা কামালের পঞ্চম বাজেট।
- ➢ ২৩-২৪ বাজেট ঘোষনা করা হয় কত তারিখে? – ১ জুন, ২০২৩
- ➢ বাজেটের আকার: ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা
- ➢ মূল্যস্ফীতির হার: ৬.৫%
- ➢ জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৭.৫%
- ➢ এবারের বাজেটের স্লোগান– 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা'।
- ➢ এবারের বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ। বাজেটে ১৩টি খাতে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।
- ➢ স্মার্ট বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী।
- ➢ বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার।

শীর্ষ বরাদ্দকৃত খাত:

- ➢ প্রথম, জনসেবা খাতে ২ লাখ ৭০ হাজার ২৭০ কোটি টাকা।
- ➢ দ্বিতীয়, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৯ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা
- ➢ তৃতীয়, প্রতিরক্ষা খাতে ৪২ হাজার ১৪২ কোটি টাকা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন:

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের ৩৫০টি আসনের মধ্যে জণগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন ৩০০টি এবং ৫০টি মহিলা আসন হিসেবে সংরক্ষিত। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শেখ হাসিনাকে প্রধান করে সরকার গঠন করে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান ১১ জানুয়ারি ২০২৪। এর ফলে শেখ হাসিনা পঞ্চম বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। ড. হাছান মাহমুদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে করা হয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া বিদায়ী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনিকে নতুন মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী করে প্রথমবারের মতো পূর্ণমন্ত্রী হওয়া মুহিবুল হাসান চৌধুরীকে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে।

বৈশ্বিক শীর্ষ ধনী ২০২৩

➢ ফোর্বস ম্যাগাজিন– প্রতিবেদন অনুযায়ী–

- ✓ ১. ইলন মাস্ক (মোট সম্পদ মূল্য: ২১৭.৩ বিলিয়ন ডলার সম্পদের উৎস: (স্পেস এক্সের প্রতিষ্ঠাতা, টেসলার প্রধান নির্বাহী ও টুইটার)
- ✓ ২. বার্নার্ড আর্নল্ট
- ✓ ৩. জেফ বেজোস

পুরস্কার, পদক ও সম্মাননা

নোবেল পুরস্কার ২০২৩ তালিকা

ক্ষেত্র	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান	নাম	অবদান
চিকিৎসা	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট	কাতালিন কারিকো (হাঙ্গেরি) ও ড্রু ওয়েইজম্যান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	উভয়ে করোনা টিকা তৈরিতে সাহায়তাকারী এমআরএনএ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন।
পদার্থ	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস	পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি, যুক্তরাষ্ট্র ফেরেন্স ক্রাউজ , হাঙ্গেরি অ্যান হুইলেয়ার , ফ্রান্স	ইলেকট্রন গতিবিদ্যার গবেষণায়
রসায়ন	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস	মুঙ্গি জি বাওয়েন্দি , ফ্রান্স লুইস ই ব্রুস , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ্যালেক্সি আই একিমোভ , সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন	কোয়ান্টাম ডটের আবিষ্কার, উন্নয়ন এবং ন্যানো ক্রিস্টাল প্রযুক্তি বা ন্যানোপার্টিকলের আকার ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে অবদান রাখার জন্য
সাহিত্য	রয়েল সুইডিশ একাডেমি	জন ফসে , নরওয়ে	অকথ্যকে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য ("gives voice to the unsayable") তার উদ্ভাবনী নাটক এবং গদ্যের জন্য
শান্তি	নওরেজীয়ান পার্লামেন্ট	নার্গেস মোহাম্মদী , ইরান	ইরানে নারীদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার লড়াই এবং সকলের জন্য মানবাধিকার এবং স্বাধীনতার প্রচার করার জন্য
অর্থনীতি	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস	যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লডিয়া গোল্ডিন।	শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা এবং নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন এবং সেইসাথে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণগুলো উন্মোচন করে।

- **অ্যানি এরনাক্স:** সাহিত্যে নোবেল পাওয়া প্রথম নারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– The Years, A Women's Story, A Girls Story, Happening, A Mans Place.

অস্কার পুরস্কার ২০২৩

অপর নাম– অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার)।

৯৫তম অস্কারের বিজয়ী তালিকা-

- ✓ সেরা চলচ্চিত্র– এভরিথিং এভরিহোয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স।
- ✓ সেরা অভিনেতা হিসেবে প্রথমবারের মতো অস্কার জয় করেন ব্রেন্ডান ফ্রেজার। 'দ্য হোয়েল' সিনেমার জন্য।
- ✓ সেরা অভিনেত্রী হিসেবে অস্কার জয় করে রেকর্ড গড়লেন মিশেল ইয়ো। 'এভরিথিং এভরিহোয়ার অল অ্যাট ওয়ান্স'-এ অসামান্য অভিনয়ের জন্য।
- ✓ সেরা পরিচালকের অস্কারও উঠেছে 'এভরিথিং এভরিহোয়ার অল অ্যাট ওয়ান্স'-এর পরিচালক ড্যানিয়েল কন এবং ড্যানিয়েল শিনার্টের হাতে।
- ✓ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন - সঞ্চালক জিমি কিমেল।

স্বাধীনতা পুরস্কার–২০২৩

২০২৩ সালে ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১ টি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	ক্ষেত্র
১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. এ, জি, মোহাম্মদ খুরশীদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূইয়া, বীর উত্তম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), বীর বিক্রম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন)	সাহিত্য
৬.	পবিত্র মোহন দে	সংস্কৃতি
৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এস এম রকিবুল হাসান	ক্রীড়া
৮.	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
৯.	ড. ফিরদৌসী কাদরী	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১০.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সমাজসেবা/জনসেবা

একুশে পদক- ২০২৩

সমাজ ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৩ সালে দেশের ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান করা হয়।

বিভাগ	পদক জয়ী
ভাষা আন্দোলন	খালেদা মনযূর-এ-খুদা, এ কে এম শামসুল হক (মরণোত্তর), হাজী মো. মজিবর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ	মমতাজ উদ্দীন (মরণোত্তর)
রাজনীতি	মঞ্জুরুল ইমাম (মরণোত্তর), আকতার উদ্দিন মিয়া (মরণোত্তর)
শিল্পকলা (আবৃত্তি)	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
শিল্পকলা	নওয়াজেশ আলী খান

শিল্পকলা (সঙ্গীত)	মনোরঞ্জন ঘোষাল , গাজী আবদুল হাকিম, ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)
শিল্পকলা (অভিনয়)	মাসুদ আলী খান, শিমূল ইউসুফ,
শিল্পকলা (চিত্রকলা)	কনকচাঁপা চাকমা
সাংবাদিকতা	মো. শাহ আলমগীর (মরণোত্তর)
শিক্ষা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম (মরণোত্তর)
সমাজসেবা	মো. সাইদুল হক, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন
ভাষা ও সাহিত্য	মনিরুজ্জামান
গবেষণা	মো. আবদুল মজিদ

❋ ২০২৩ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করে - পল লিঞ্চ (আয়ারল্যান্ড)। Prophet Song উপন্যাসের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয় তাকে।

❑ **শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২২ সালে একুশে পদক পান-** *[RU A unit (Group-1) 2021-22]* উত্তর: গৌতম বুদ্ধ দাশ

❑ **২০২২ সালে স্বাধীনতা পদক পায়?** *[RU A unit (Group-3) 2021-22]* উত্তর: বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

খেলাধুলা

ICC'র ৮ টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা-

প্রতিযোগিতা	সাল	আয়োজক
টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	উইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি	২০২৫	পাকিস্তান
টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ভারত ও শ্রীলংকা
ওয়ানডে বিশ্বকাপ	২০২৭	দ.আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া
টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৮	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি	২০২৯	ভারত
টি-২০ বিশ্বকাপ	২০৩০	ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড
ওয়ানডে বিশ্বকাপ	২০৩১	বাংলাদেশ ও ভারত

২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যেটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ১৩তম আসর। প্রতিযোগিতাটির আয়োজক ছিল ভারত। এটি ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর শুরু হয় এবং ১৯ নভেম্বর শেষ হয়। এটি হচ্ছে ভারতে আয়োজিত প্রতিযোগিতাটির চতুর্থ আসর।

তত্ত্বাবধায়ক– আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল
ক্রিকেটের ধরন–একদিনের আন্তর্জাতিক
আয়োজক– ভারত
বিজয়ী– অস্ট্রেলিয়া (৬ষ্ঠ শিরোপা)
রানার-আপ– ভারত
অংশগ্রহণকারী দলসংখ্যা– ১০
প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়– বিরাট কোহলি (ভারত)
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী – বিরাট কোহলি (৭৬৫) (ভারত)
সর্বাধিক উইকেটধারী – মোহাম্মদ শামি (ভারত)

- **জানুয়ারি- ২০২২ এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম-** *[DU B unit 2021-22]*
  ক. সাকিব আল হাসান   খ. তাসকিন আহমেদ   গ. তাইজুল ইসলাম   ঘ. এবাদত হোসাইন   উত্তর: ঘ

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল	
২০২৬ সালে ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে তিনটি দেশ	যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচগুলো হবে ১৬টি শহরে	ভেন্যুগুলো– যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা, বোস্টন, ডালাস, হিউস্টন, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, মায়ামি, ফিলাডেলফিয়া, সান ফ্রান্সিসকো; মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা, মেক্সিকো সিটি, মন্তেরেই; কানাডার টরেন্টো ও ভ্যাঙ্কুভর।

- **২০৩১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে কততম ওয়াডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে?** *[প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষা ২০২০ (২য় পর্যায়) তারিখ: ২০-০৫-২০২২]*

উত্তর: ১৫তম।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধানগণ (২০২৪)

প্রধান বিচারপতি	ওবায়দুল হাসান। (২৪তম)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	কাজী হাবিবুল আউয়াল (১৩ তম)
অ্যাটর্নি জেনারেল	এ.এম আমিন উদ্দিন (১৬ তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)
দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (৬ষ্ঠ)
সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) চেয়ারম্যান	মো. সোহরাব হোসাইন
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৭ তম)
টিআইবি চেয়ারম্যান	যা কিছু নতুন
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ
পুলিশের আইজিবি (প্রধান)	চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন
র‍্যাব মহাপরিচালক	এম খুরশীদ হোসেন
বাংলা একাডেমির সভাপতি	সেলিনা হোসেন

- ❋ জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি কবে গঠন করা হয় - ৭ নভেম্বর ২০২৩।
- ❋ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য কে? - ড. সাদেকা হালিম।
- ❋ ঢাকা - কক্সবাজার রেলপথে চলাচলকারী প্রথম আন্তনগর ট্রেনের নাম কী?- কক্সবাজার এক্সপ্রেস।
- ❋ ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ কত? - ৪৮০ কিমি, তবে বাণিজ্যিক দূরত্ব ৫৫১ কিমি।
- ❋ ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচলা শুরু হয় - ১ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- ❋ ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশের কোনটিকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র।
- ❋ বর্তমানে দেশে কতটি অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে - ৫ টি।
- ❋ বর্তমানে আফিম উৎপদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? - মিয়ানমার।
- ❋ ২০২৩ সালের অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ কোনটি? - Rizz.
- ❋ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ কত টি? -৪৫ টি।
- ❋ সর্বশেষ কোন দেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটে- ভুটান।

বাংলাদেশ পরিচিতি

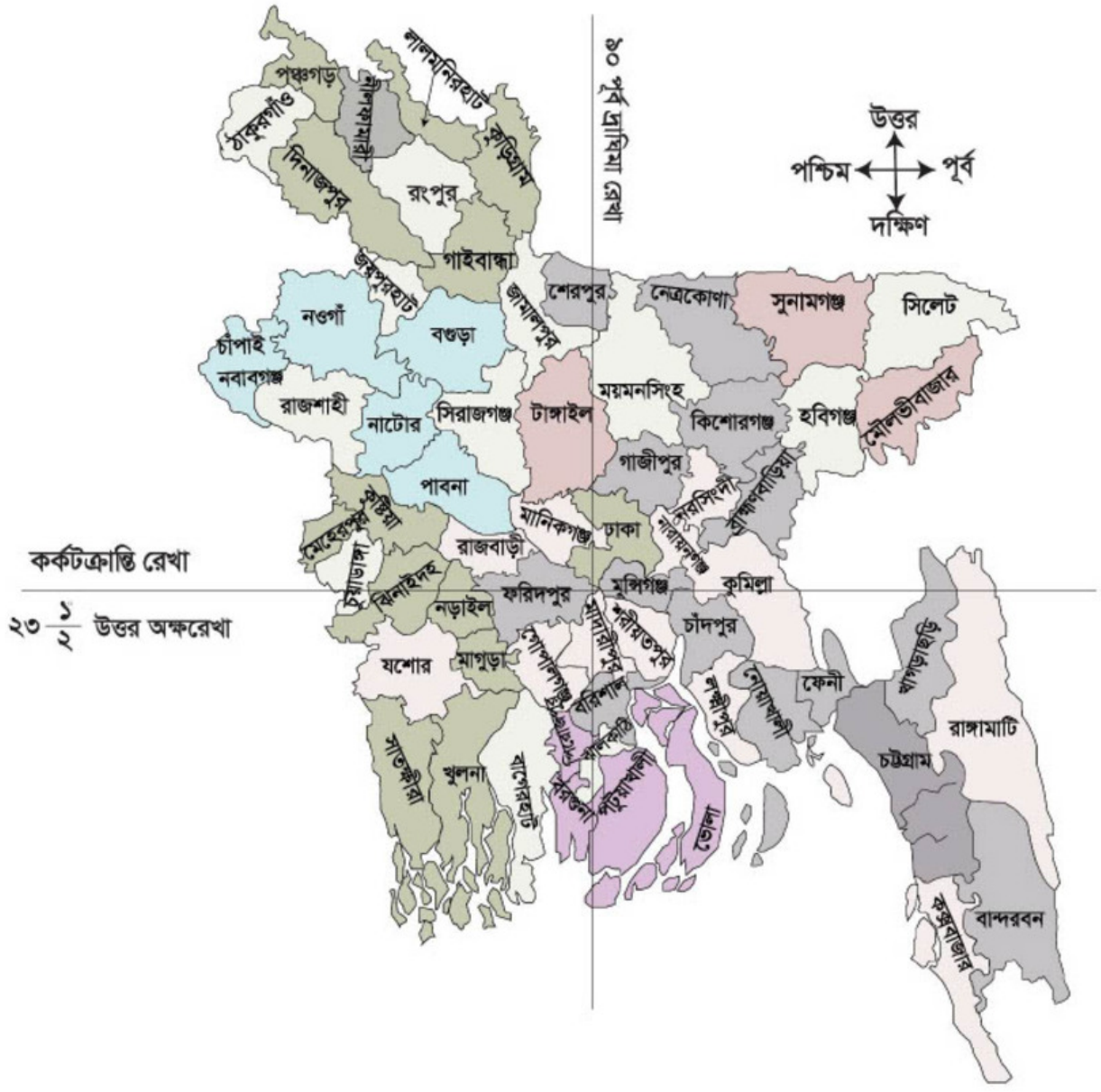

চিত্রঃ বাংলাদেশের মানচিত্র

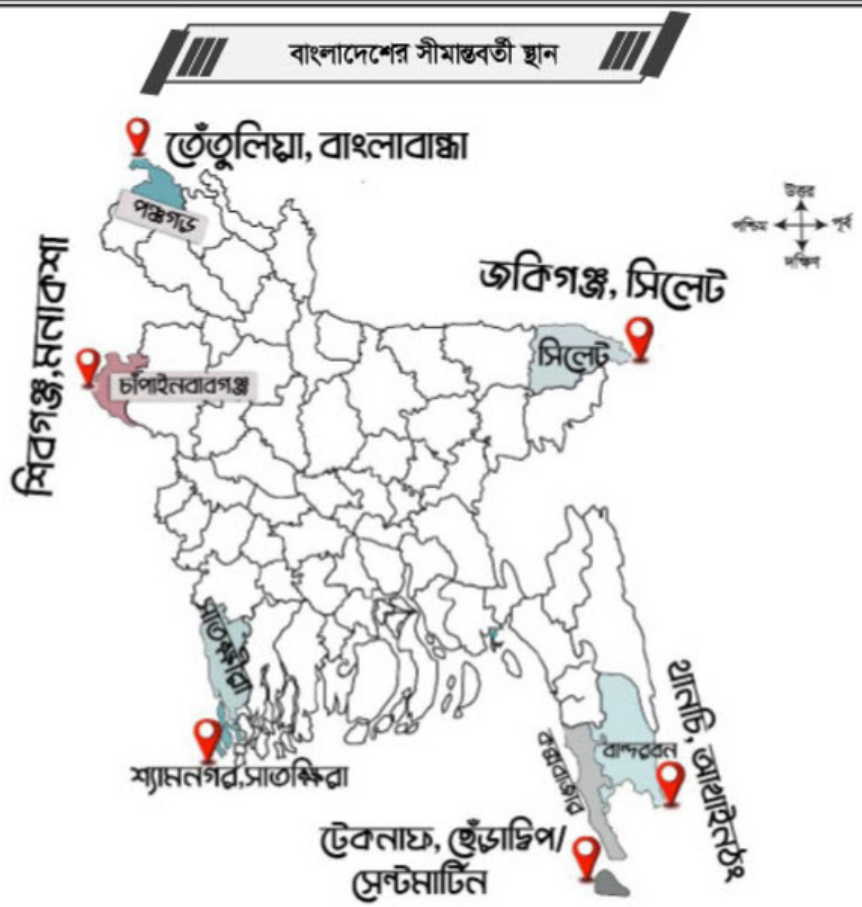

চিত্রঃ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান

দিক	জেলা	থানা	স্থান
উত্তর	পঞ্চগড়	তেতুঁলিয়া	বাংলাবান্ধা
দক্ষিণ	কক্সবাজার	টেকনাফ	ছেঁড়াদ্বীপ
পূর্ব	বান্দরবন	থানচি	আখাইনঠং
পশ্চিম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	মনাকষা

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন ও উত্তর

১. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
ক. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খ. দক্ষিণ এশিয়া গ. মধ্য এশিয়া ঘ. পূর্ব এশিয়া উঃ খ

২. নিম্নলিখিত কোনটির উপর বাংলাদেশের অবস্থান/
ক. ট্রপিক অব ক্যান্সার খ. ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন গ. ইকুয়েটর ঘ. আর্কটিক সার্কেল উঃ ক

৩. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি?
ক. দিনাজপুর খ. ঠাকুরগাঁও গ. লালমনিরহাট ঘ. পঞ্চগড় উঃ ঘ

৪. বাংলাবান্ধা কোন জেলায় অবস্থিত
ক. কক্সবাজার খ. কুড়িগ্রাম গ. পঞ্চগড় ঘ. বান্দরবন উঃ গ

চিত্রঃ বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্ত রাজ্য

- বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্ত রাজ্য-২ (রাখাইন এবং চিন/সিন)।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রাজ্য- ৫ (আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ); *মনে রাখার টেকনিক (আমিত্রি মেপ)।*
- আসাম=আ, মিজোরাম =মি, ত্রিপুরা=ত্রি, মেঘালয়=মে এবং পশ্চিমবঙ্গ=প।
- বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারতের প্রদেশ সমূহ-আসাম, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ *(মনে রাখার টেকনিক-উত্তরের আমেপ)*
- আসাম=আ, মেঘালয়=মে, পশ্চিমবঙ্গ=প
- বাংলাদেশের দক্ষিণ অবস্থিত- বঙ্গোপসাগর।
- বাংলাদেশের পূর্বে অবস্থিত ভারতের-আসাম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা (মনে রাখার টেকনিক-আমিত্রি পূর্বে অবস্থিত)
- আসাম=আ, মিজোরাম = মি,ত্রিপুরা = ত্রি।
- বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের-পশ্চিমবঙ্গ।

- ২০০৫ সালে টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডে কূপ খনন করতে গিয়ে কানাডিয়ান কোম্পানি 'নাইকো' ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটায়। ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক আদালতে (ICSID- International Centre for Settlement of Investment Disputes) নাইকোর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ICSID ট্রাইব্যুনাল দুর্ঘটনার জন্য নাইকোকে দায়ী করে মামলার রায় প্রদান করেন।

চিত্রঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের অবস্থান

➲ **খনিজ তেল:**

- বাংলাদেশে খনিজ তেলক্ষেত্র রয়েছে- দুইটি (হরিপুর তেলক্ষেত্র ও বরমাচল তেলক্ষেত্র)।
- **হরিপুর তেলক্ষেত্র:** বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার হয় সিলেটের হরিপুরে ১৯৮৬ সালে। এই তেলক্ষেত্রে ১৯৮৭-৯২ সাল পর্যন্ত অপরিশোধিত খনিজ তেল উত্তোলিত হতো। তেল উৎপাদন স্থগিত হয়ে যায় ১৯৯৪ সালে।
- **ইস্টার্ন রিফাইনারী:** বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার যা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত।

আকাশ পথ

- বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থার নাম- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। ১৯৭২ সালে 'এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল' হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় ৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ ক্যালেডোনিয়ান থেকে ভাড়া করা একটি বিমান দিয়ে। বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ছিল ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা।
- দেশের প্রথম বেসরকারি এয়ারলাইন্স- 'অ্যারো বেঙ্গল' এয়ারলাইন্স (১৯৯৫ সালে ফ্লাইট চালানোর অনুমতি প্রদান)।
- বাংলাদেশ বিমানের শ্লোগান- আকাশে শান্তির নীড় (Your Home in the Sky)।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক 'বলাকা' এবং এর ডিজাইনার কামরুল হাসান।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিয়ন্ত্রনাধীন ৩ টি আন্তর্জাতিক এবং ১২ টি অভ্যান্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	অবস্থান	গুরুত্বপূণ তথ্য
হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	পূর্বনাম 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিমানবন্দর বাংলাদেশের বৃহত্তম বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরের স্থপতি লারোস।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম	এই বিমানবন্দরটি ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে।
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	সিলেট	এই বিমানবন্দরটি ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে।

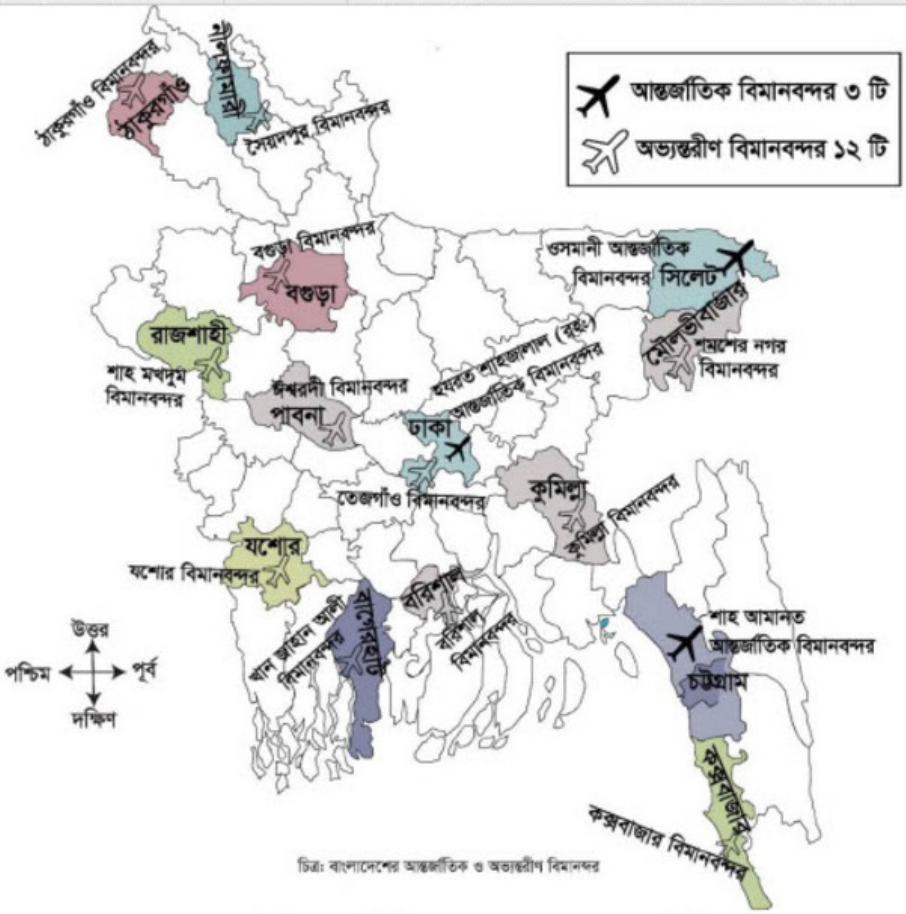

চিত্রঃ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর

ত্রিপুরা (টিপরা)	বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি (বেশির ভাগ বাস করে খাগড়াছড়ি তে), সিলেট কমিল্লা, চট্রগ্রাম, নোয়াখালী
ওরাঁও	রংপুর,দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী
কোল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী
তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
পাংখোয়া	বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি
লুসাই, বম (বনজোগী)	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল/ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি
পাঙন	মৌলভীবাজার
হালাম	হবিগঞ্জ
ম্রো(মুরং/মারুসা)	বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে
খাসিয়া (খাসি)	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটের জৈন্তিকা পাহাড়ে
গারো	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর
মুণ্ডা	সিলেট জেলার চা বাগান, যশোর ও খুলনা
হাজং	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, সিলেট
খিয়াং	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম
খুমি, চাক	বান্দরবান

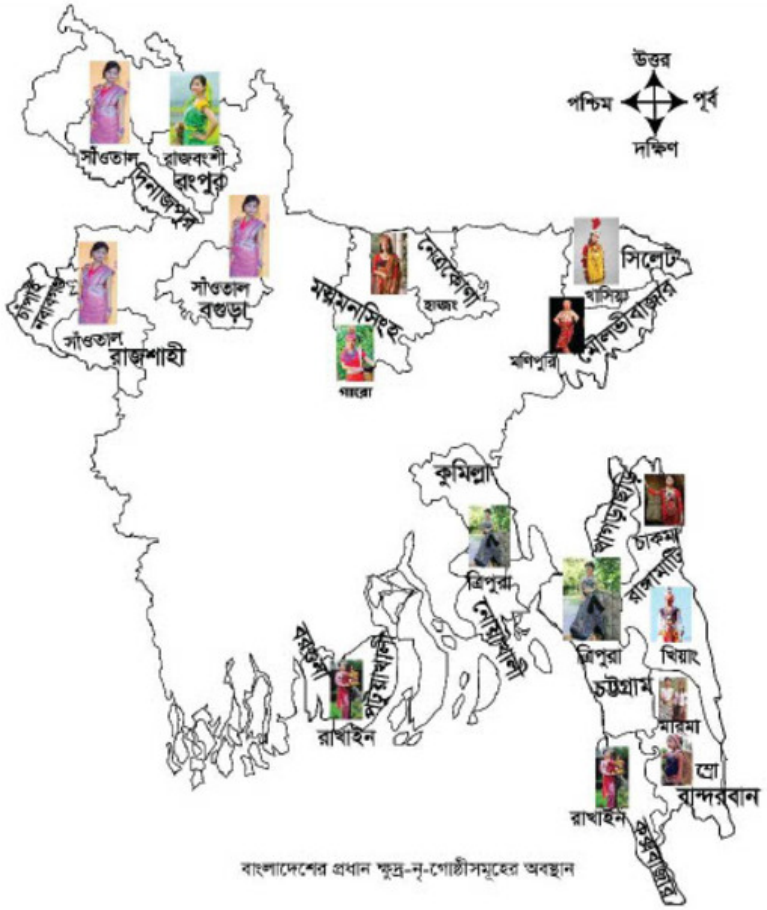

বাংলাদেশের প্রধান ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীসমূহের অবস্থান

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-১৮৬২ খ্রি.)	❋ সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করেন ২ আগস্ট, ১৮৫৮ সালে। ব্রিটিশ মহারানীর প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয় গভর্নর জেনারেলকে। এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রি.) এর অবসান ঘটে (উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় ১৮৫৮ সালে)। ❋ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ❋ পুলিশ আইন, ১৮৬১ প্রবর্তনের মাধ্যমে পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন ১৮৬১ সালে (বাংলাদেশের পুলিশ এই আইন দ্বারা পরিচালিত) । ❋ উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন ১৮৬১ সালে।
লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খ্রি.)	➲ ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি চালু করেন ১৮৭২ সালে।
লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪ খ্রি.)	✪ লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের নাম 'হান্টার কমিশন' গঠিত হয় ১৮৮২ সালে ✪ বেঙ্গল মিউনিসিপাল আইন, ১৮৮৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন।
লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি.)	☛ **বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal)** করেন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, ফলে বাংলা প্রদেশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১. **পশ্চিম বাংলা প্রদেশঃ** পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় যার রাজধানী- কলকাতা ২. **পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশঃ** ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় যার রাজধানী- ঢাকা চিত্রঃ খন্ডিত বঙ্গপ্রদেশ ১৯০৫-১৯১১ ✪ পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার। ✪ তাঁর শাসনামলকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ✪ ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 'কার্জন হল' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯১১ -১৯২১ সাল পর্যন্ত ভবনটি ছিল ঢাকা কলেজের পাঠাগার এবং ১৯২১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন। চিত্রঃ কার্জন হল
লর্ড হার্ডিঞ্জ	☛ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন ১৯১১ সালে ☛ রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন ১৯১১ সালে।

তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- হত্যাযজ্ঞ, চরদখল, জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষারোপণ, ধান ভানা, ধান মাড়াই, মাছ ধরা, মাছ কাটা, কৃষক পরিবার, নদী পারাপার ,শাপলা তোলা, দ্য ফাস্ট প্ল্যান্টেশন ইত্যাদি।

এস. এম. সুলতানের বিখ্যাত চিত্রকর্ম

শাপলা তোলা

হত্যাযজ্ঞ

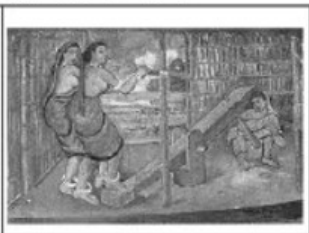
ধান ভানা

মাছ ধরা

সফিউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম– জলের নিনাদ, মেলার পথে প্রভৃতি। 'ব্লাক সিরিজ বা কালো চিত্রমালা'র শিল্পী– সফিউদ্দিন আহমেদ।

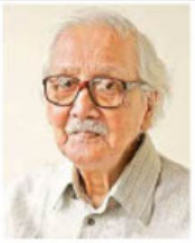

জলের নিনাদ

মেলার পথে

শাহাবুদ্দিন আহমেদ (জন্ম: ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত একজন বিখ্যাত বাঙালী চিত্রশিল্পী। চিত্রকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'Knight in the order of Fine Arts and Humanities' উপাধি পেয়েছেন।

তিনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার চিত্রকলায় সংগ্রামী মানুষের প্রতিকৃতিতে দুর্দমনীয় শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য গতির ইংগিতময় অভিব্যক্তির জন্য সুপরিচিত।

- **মোহাম্মদ কিবরিয়াঃ** বাংলাদেশের আধুনিক বিমূর্ত ধারার জনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'প্রফেসর ইমেরিটাস' পদে নিযুক্ত করে ২০০৮ সালে।
- **মুর্তজা বশিরঃ** একাধারে চিত্রশিল্পী, লেখক ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনকে মনে রেখে তিনি এঁকেছেন এপিটাফ সিরিজ।
- **রশীদ চৌধুরী** ছিলেন মূলত ট্যাপেস্ট্রি শিল্পী । ট্যাপেস্ট্রি বা বয়নচিত্র হল বুননের মাধ্যমে করা চিত্রকর্ম। মূলত ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি ছিল ট্যাপেস্ট্রি'র একমাত্র পুরাতন নিদর্শন।

মুস্তফা মনোয়ারের- শিক্ষামূলক কার্টুন সিরিজ 'মীনা', সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহযোগিতায় 'মীনা' কার্টুন তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক 'মিশুক' নির্মাণ করেন তিনি। সার্কের পক্ষ থেকে 'মিনা দিবস' ঘোষণা করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর।

ভাস্কর্য

নিতুন কুণ্ডু (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.): চিত্রশিল্পী, নকশাবিদ, ভাস্কর, শিল্পপতি। জন্ম ১৯৩৫ সালের ৩ ডিসেম্বর দিনাজপুরে। তাঁর অমর কীর্তি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। এছাড়াও ঢাকার কাওরানবাজারে 'সার্ক ফোয়ারা' এবং ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন 'কদম ফোয়ারা' উল্লেখযোগ্য।

নিতুন কুন্ডুর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য

সাবাস বাংলাদেশ

কদম ফোয়ারা

সার্ক ফোয়ারা

আজিজুল জলিল পাশা: তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- শাপলা চত্বর (ঢাকার মতিঝিল), দোয়েল চত্বর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল সংলগ্ন)

শাপলা চত্বর

দোয়েল চত্বর

হামিদুজ্জামান খান (১৯৪৬-বর্তমান): একজন খ্যাতিমান বাংলাদেশী শিল্পী ও ভাস্কর। তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- পাখি পরিবার (বঙ্গভবন), ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকের 'স্টেপস' (সিঁড়ি), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য সংশপ্তক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।

সংশপ্তক

পাখি পরিবার

নভেরা আহমেদ (মার্চ ২৯, ১৯৩৯-মে ৬, ২০১৫): বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগ ও ষাটের দশকের প্রথম ভাগে ভাস্কর্য শিল্পে তাঁর উত্থান ঘটে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- চাইল্ড ফিলোসফার, ইকারুস, পরিবার (অন্য নাম: কাউ উইথ টু ফিগারস), যুগল, এক্সটার্মিনেটিং, জেব্রা ক্রসিং প্রভৃতি।

ইকারুস

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ / বলকান উপদ্বীপ

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
রোমানিয়া	বুখারেস্ট	উসমানীয় খেলাফতের শাসনাধীন
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা	সারায়েভো	যুগোস্লাভিয়া
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	যুগোস্লাভিয়া
গ্রীস	এথেন্স	অটোম্যান সাম্রাজ্য
আলবেনিয়া	তিরানা	অটোম্যান সাম্রাজ্য
বুলগেরিয়া	সোফিয়া	
উত্তর মেসিডোনিয়া	স্কোপজে	যুগোস্লাভিয়া
মন্টিনেগ্রো	পোডগেরিকো	সার্বিয়া
ক্রোয়েশিয়া	জাগরেব	যুগোস্লাভিয়া
স্লোভেনিয়া	লুবজানা	যুগোস্লাভিয়া
কসোভো	প্রিস্টিনা	সার্বিয়া

☞ **বলকান অঞ্চল মনে রাখার টেকনিক-** রুমানিয়ার বস সার্বিয়া, কসোভো ও গ্রীস থেকে আল, বুল মেসি ও মন্টিকে ক্রয় করে শ্লোভেনিয়ায় খেলাধুলা প্রাকটিস করালেন।

মধ্য ইউরোপ

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
জার্মানি	বার্লিন	-
পোল্যান্ড	ওয়ারস	সোভিয়েত ইউনিয়ন
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	অটোম্যান সাম্রাজ্য
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	রোমান সাম্রাজ্য
সুইজারল্যান্ড	বার্ন	রোমান সাম্রাজ্য
লিচেনস্টাইন	ভাডাউজ	রোমান সাম্রাজ্য
চেক প্রজাতন্ত্র	প্রাগ	চেকস্লোভাকিয়া
স্লোভাকিয়া	ব্রাটিশ্লাভা	চেকস্লোভাকিয়া

জার্মানি (Republic of Germany)

- **জার্মান সাম্রাজ্য:** ১৮৭১-১৯১৮ সাল পর্যন্ত বর্তমান জার্মানি জার্মান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত ছিল এবং শাসকগণকে 'কাইজার' বলা হতো।
- **নাৎসি জার্মান:** ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসা থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল নাৎসি জার্মান নামে পরিচিত।
- পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি বিভক্ত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানি একত্রিত হয়)। ২ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালে যুক্ত জার্মানির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আফ্রিকা মহাদেশ

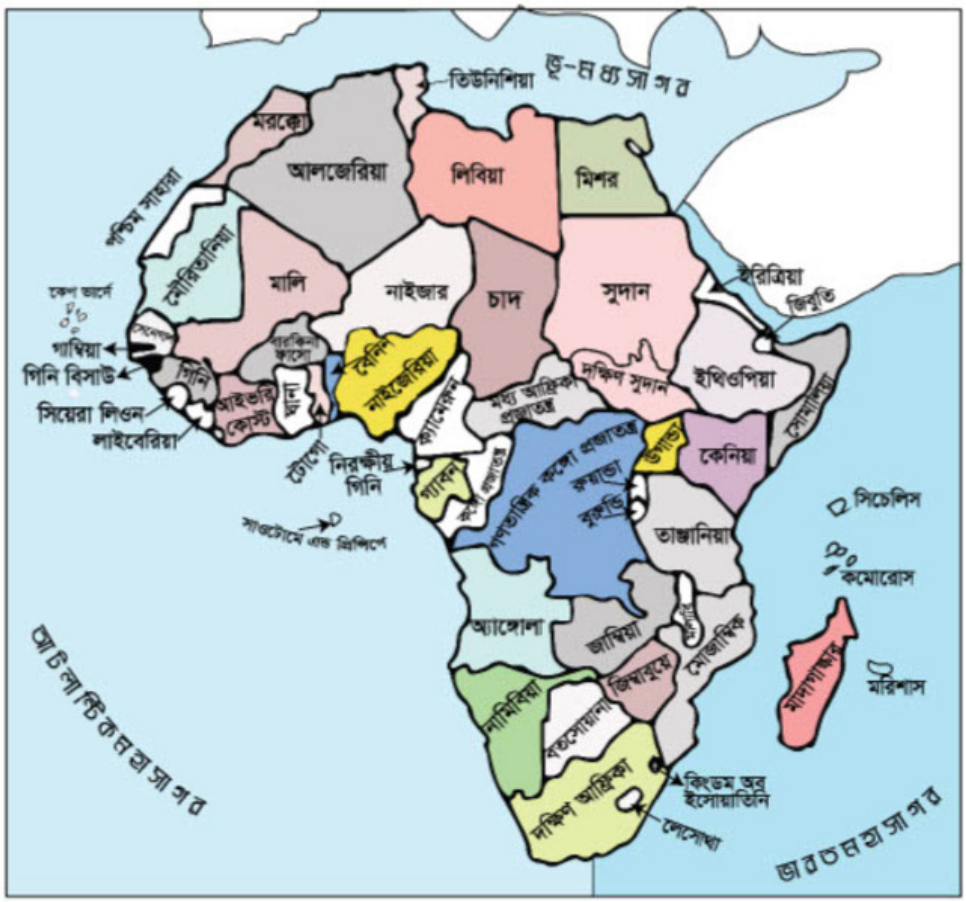

- এ মহাদেশের মোট স্বাধীন দেশ ৫৪ টি এবং জাতিসংঘভুক্ত দেশ- ৫৪ টি।
- আয়তনে বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়া এবং জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ- নাইজেরিয়া। আয়তন+জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ সিসেলিস
- আফ্রিকা+বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি- সাহারা মরুভূমি (আয়তন ৯২ লক্ষ বর্গ কি.মি. বা ৩৬ লক্ষ বর্গ মাইল)।
- আফ্রিকা+বিশ্বের দীর্ঘতম নদী- নীলনদ।
- আফ্রিকার বৃহত্তম দ্বীপ- মাদাগাস্কার (ভারত মহাসাগর)।
- আফ্রিকার মুক্তভূমি বলা হয়- লাইবেরিয়াকে।
- দক্ষিণ সুদান (পূর্ব আফ্রিকার দেশ)-আফ্রিকার সর্বশেষ স্বাধীন দেশ (৫৪ তম)। এবং পৃথিবীর ১৯৫ তম স্বাধীন দেশ।
- দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হয়- ৯ জুলাই ২০১১ সালে; বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়-২০ জুলাই ২০১১ সালে।
- পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান আল আজিজিয়া অবস্থিত- লিবিয়া।
- সিয়েরালিওন শব্দের অর্থ- সিংহের পর্বত।
- আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ– ভিক্টোরিয়া (গভীরতম হ্রদ ট্যাঙ্গানিকা)।

উত্তর আফ্রিকা (Northen Africa)

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
মরক্কো	রাবাত	ফ্রান্স
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	ফ্রান্স
তিউনিশিয়া	তিউনিস	ফ্রান্স
লিবিয়া	ত্রিপলি	ইতালি
মিশর	কায়রো	যুক্তরাজ্য
সুদান	খার্তুম	যুক্তরাজ্য
দক্ষিণ সুদান	জুবা	সুদান

দক্ষিণ আফ্রিকা (Southern Africa)

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
নামিবিয়া	উইন্ডহুক	দ. আফ্রিকা
বতসোয়ানা	গ্যাবরোন	যুক্তরাজ্য
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউটন (সাংবিধানিক), প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), ব্লোয়েমফোনটেইন (বিচারবিভাগীয়)	যুক্তরাজ্য
লেসোথা	ম্যাসেরু	দ.আফ্রিকা
ইসোয়াতিনি	মেবেন (প্রশাসনিক), লেমেম্বা (সাংবিধানিক)	যুক্তরাজ্য

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা			
স্বাধীনতা লাভ	৩১ মে, ১৯১০ সালে যুক্তরাজ্য থেকে	পৃথিবীর বিখ্যাত স্বর্ণখনি জোহানেসবার্গ অবস্থিত	দক্ষিণ আফ্রিকায়
প্রজাতন্ত্র ঘোষণা	৩১ মে, ১৯৬১ সালে		
মুদ্রার নাম	র‍্যান্ড	পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক খনি কিম্বার্লি অবস্থিত	দক্ষিণ আফ্রিকায়
সরকার ব্যবস্থা	রাষ্ট্রপতি শাসিত		
প্রধান উপজাতি	জুলু	'Cape of Good Hope' বা উত্তরমাশা অন্তরীপ দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত	দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত অন্তরীপ
প্রথম প্রধানমন্ত্রী	ইস বোথা (১৯১০-১৯১৯)		
শেষ প্রধামন্ত্রী	পিটার উইলহেম বোথা (১৯৭৮-৮৪)		
প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত হয়	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সালে	East London	দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত বাফ্যালো (Buffalo) নদীর তীরবর্তী শহর।
শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট	এফ. ডব্লিউ.ডি ক্লার্ক		

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
কিউবা	হাভানা	স্পেন
বাহামা	নাসাউ	যুক্তরাজ্য
জ্যামাইকা	কিংস্টন	যুক্তরাজ্য
হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স	ফ্রান্স
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	সেন্টো ডোমিঙ্গো	হাইতি
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস	বাসেতোর	যুক্তরাজ্য
অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা	সেন্ট জনস	যুক্তরাজ্য
ডোমিনিকা	রোজাও	যুক্তরাজ্য
সেন্ট লুসিয়া	কাসট্রিস	যুক্তরাজ্য
বার্বাডোস	ব্রিজটাউন	যুক্তরাজ্য
গ্রানাডা	সেন্ট জর্জেস	যুক্তরাজ্য
ত্রিনিদান অ্যান্ড টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন	যুক্তরাজ্য
সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্যা গ্রানাডাইস	কিংসটাউন	যুক্তরাজ্য

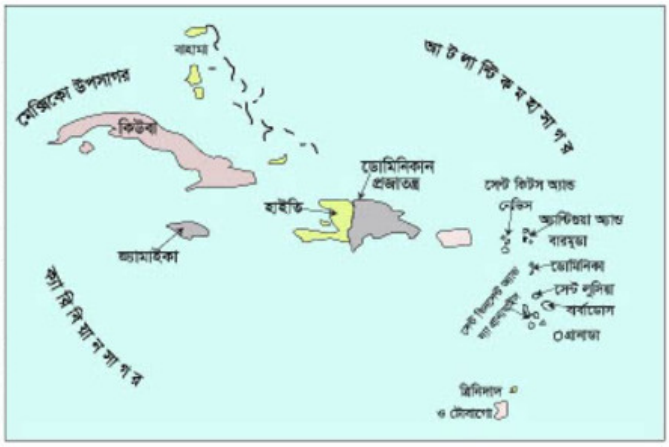

মধ্য আমেরিকা (Central America)

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
বেলিজ	বেলমোপান	যুক্তরাজ্য
গুয়েতেমালা	গুয়েতেমালা সিটি	স্পেন
হন্ডুরাস	তেগুচিগালপা	স্পেন
এল সালভেদর	স্যান সালভেদর	স্পেন
নিকারাগুয়া	ম্যানাগুয়া	স্পেন
কোস্টারিকা	স্যানজোসে	স্পেন
পানামা	পানামা সিটি	কলম্বিয়া

উত্তর আমেরিকা (Northen America)

দেশ	রাজধানী	উপনিবেশ
কানাডা	অটোয়া	যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	যুক্তরাজ্য
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	স্পেন

❋ পৃথিবীর দীর্ঘতম স্থল সীমানা রয়েছে যে দুটি দেশের মধ্যে–যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
❋ মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সীমারেখা– সনোরা লাইন।

নদ-নদী

নীলনদ	
ধরন	আফ্রিকা+ বিশ্বের দীর্ঘতম নদী।
অবস্থান	আফ্রিকা মহাদেশ
দৈর্ঘ্য	৬,৬৯৫ কি.মি. (এনসাইক্লোপিডিয়া)/৬,৮৫৩ কি.মি. (উইকিপিডিয়া)/৬৬৫০ কি.মি. (Wikipedia)
উৎপত্তি স্থল	ভিক্টোরিয়া হ্রদ
পতিত স্থল	ভূমধ্যসাগর
উপনদী (২টি)	১. হোয়াইট নীল (দীর্ঘতর), এটি আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়েছে। ২. ব্লু নীল ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ হতে উৎপন্ন হয়েছে। হোয়াইট নীল ও ব্লু নীল সুদানের খার্তুমের নিকট মিলিত হয়েছে।
প্রবাহিত	১১টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। যথাঃ মিশর, সুদান, দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া।

আমাজন নদী	
ধরন	পৃথিবীর বৃহত্তম ও প্রশস্ততম নদী। দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী। বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী।
অবস্থান	দক্ষিণ আমেরিকা
দৈর্ঘ্য	৬,৪০০ কি.মি. (উইকিপিডিয়া)
উৎপত্তি স্থল	আন্দিজ পর্বতমালা
পতিত স্থল	আটলান্টিক মহাসাগর
প্রবাহিত	৬টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। যথাঃ ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী	
প্রবাহিত হয়	সিরিয়া ও ইরাক।
দৈর্ঘ্য	ইউফ্রেটিস নদী (২৮০০ কি.মি/১৭৪০ মাইল) টাইগ্রিস নদী (১৮৫০ কি.মি/১১৫০ মাইল)
উৎপত্তি স্থল	তুরস্কের পর্বতমালায় (আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি হতে)।
মিলিত স্থল	দক্ষিণ ইরাকের বসরার নিকট নদী দুটি পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং 'শাত-ইল-আরব' নাম ধারণ করেছে।
পতিত স্থল	পারস্য উপসাগর।

- প্রতিক্রিয়া স্বরুপ ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি 'ভেলভেট ডিভোর্সের' (মখমল বিবাহবিচ্ছেদ) মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়া বিভক্ত হয়ে চেক প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলপ্তি: ১৯৯১ সালে ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

- সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো CIS (Commonwealth of Independent States) গঠন করে ১৯৯১ সালের ৮ ডিসেম্বর। CIS এর সদর দপ্তর মিনস্ক, বেলারুশ।
- CIS এর পূর্ণ সদস্য দেশ ৯টি (রাশিয়া, আর্মেনিয়া, মলদোভা, বেলারুশ, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান) এবং সহযোগী সদস্য দেশ ১টি– তুর্কেমেনিস্তান।
- CIS এর সদস্য নয়– এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া, ইউক্রেন ও জর্জিয়া।

চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

মাও সেতুং

- চীনে সমাজতান্ত্বিক বিপ্লব শুরু হয়- ১৯৪৯ সালে।
- বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন- চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নেতা মাও সেতুং।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করলে কমিউনিস্টরা চীনের অনেক অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যা স্থায়ী ছিল ১৯৪৫-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত।
- চীনের মূল ভূখন্ডে মাও সেতুং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং তিনি ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীনকে গণপ্রজাতন্ত্রী (People's Republic of China) হিসেবে ঘোষণা করেন। গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুং।
- চীনের জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ ফরমোজায় আশ্রয় গ্রহণ করে Republic of China (তাইওয়ান) প্রতিষ্ঠা করে।
- 'শতফুল ফুটতে দাও' চীনে এই নীতি গ্রহণ করেন মাও সেতুং। তিনি চীনের কৃষি অর্থনীতিকে একটি শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন যা 'Great Leap Forward' নামে পরিচিত। তাঁর এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে চীনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় (১৯৫৯-১৯৬১ সাল পর্যন্ত)।

প্রায় আলোর গতিতে মহাকাশের মধ্য দিয়ে চলে। বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সৌরজগৎ (Solar System)

সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। গ্রহগুলো মহাকর্ষ বলে প্রভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। সূর্যকে ভিত্তি করেই সৌরজগতের যাবতীয় কাজ-কর্ম চলে। মহাবিশ্বের বিশালতার কাছে আমাদের সৌরজগৎ একটি ছোট্ট বিন্দু ছাড়া কিছুই না।

সূর্য: পৃথিবী থেকে সূর্য ১৩ লক্ষ বা ১.৩ মিলিয়ন গুণ বড় এবং চাঁদের চেয়ে ২ কোটি ৬০ লক্ষ গুণ বড়। সূর্যের বহিঃপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৬০০০° সেন্টিগ্রেড এবং কেন্দ্রভাগের উত্তাপ প্রায় ১৫০,০০০,০০০° সেন্টিগ্রেড। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮.৩২ মিনিট বা ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড বা ৫০০ সেকেন্ড। সূর্যের নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৫ দিন, একে সূর্যের আবর্তনকাল বলে। সূর্যের প্রকৃত রং সাদা। সূর্যপৃষ্ঠের যেসব স্থানের তাপমাত্রা এর পার্শ্ববর্তী স্থান অপেক্ষা কম, পৃথিবী সে স্থানগুলো কালো দেখায়, তাদের সৌরকলঙ্ক বলে।

সূর্যের গঠন উপাদান		
উপাদান	আয়তন	ভর
হাইড্রোজেন	৯১.২%	৭৩.৪৬%
হিলিয়াম	৮.৭%	২৪.৮৫%
অন্যান্য	০.১%	১.৬৯%

➲ **সৌরজগতের গ্রহ- ৮ টি**

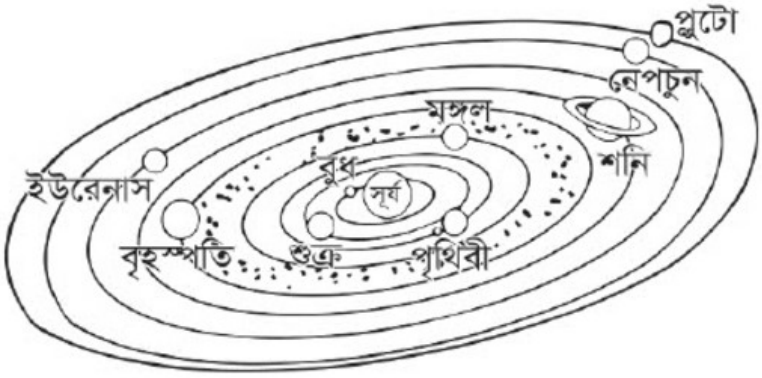

1. বুধ (Mercury)

- এর কোন উপগ্রহ নেই। এটি সবচেয়ে কম সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।
- বুধ হল সূর্যের সবচেয়ে নিকতম গ্রহ। কিন্তু বুধ সৌর জগতের সবচেয়ে উষ্ণতম গ্রহ নয়।
- এটি ক্ষুদ্রতম ও দ্রুততম গ্রহ।

2. শুক্র (Venus)

- এই গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই।
- পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ।
- এ গ্রহকে সন্ধ্যাবেলায় -সন্ধ্যাতারা ও ভোরবেলায় শুকতারা বলা হয়।
- শুক্র গ্রহের সাথে পৃথিবীর অনেক মিল আছে। পৃথিবীর মত শুক্র গ্রহের একটি বায়ুমন্ডলও আছে। শুক্র গ্রহের বায়ুমন্ডলের প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড। এই কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। গ্রিন হাউস গ্যাসের একটি ধর্ম হলো এরা তাপ ধরে রাখতে পারে। এজন্য শুক্র হচ্ছে সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ।
- শুক্রকে পৃথিবীর জমজ গ্রহও বলা হয় 'Earth Twin'

3. পৃথিবী (Earth)

- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ- চাঁদ।
- এটি একটি আদর্শ গ্রহ।
- সূর্যকে একবার আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯৩ মিলিয়ন মাইল বা ১৫ কোটি কিলোমিটার।

4. মঙ্গল (Mars)

- মঙ্গলকে 'লাল গ্রহ' বলা হয়। গ্রহের বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড (৯৫.৯৭%)